



# পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

মার্চ - এপ্রিল ২০২২

## পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হবে : প্রধানমন্ত্রী



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব পানি দিবসে উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, এর অংশ হিসেবে পানির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্যও প্রকৃতিভিত্তিক কৌশল খুঁজে বের করতে হবে, বন্ধ করতে হবে পানির অপচয়। একই সঙ্গে এই সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হবে। ৪ এপ্রিল ২০২২ বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

রাজধানীর গ্রীনরোডস্থ পানি ভবনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বৃষ্টি ও বন্যার পানি সংরক্ষণের পাশাপাশি জলাধার নির্মাণের বিষয়ে খেয়াল রাখতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

শেখ হাসিনা বলেন, খাল, বিল, হাওড়-বাঁওড়ের সঙ্গে নদীর সংযোগস্থলগুলো খুলে দিতে হবে। তা না হলে নাব্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নদী খননের সময়ও নাব্য সৃষ্টির পাশাপাশি অতিরিক্ত পানি কিংবা বন্যার পানি সংরক্ষণে বাফার জোন তৈরিতে গুরুত্ব দিতে হবে, যেন পানি ধরে রেখে শীতকালে চাষবাসে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ হওয়ায় বন্যাকে সঙ্গী

করেই কিভাবে বাঁচা যায় সে কৌশল জানতে হবে। পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে দেশ কখনোই নিরাপদ খাবার পানির সংকটে পড়বে না, বরং বিশ্বে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিত করে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি-৬ বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এরই মধ্যে ৯৭ শতাংশ মানুষের জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সড়ক কিংবা বেড়িবাঁধ নির্মাণের প্রকল্প নেওয়ার সময় গাছের চারা লাগাতে হবে। এটি ভূমিধস থেকে আমাদের রক্ষায় সহায়ক হবে। ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। কারণ, ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার ঘন ঘন ভূমিকম্পের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এমনিতেই বাংলাদেশকে ভূমিকম্পপ্রবণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ জন্য নদীর পানি বিশুদ্ধ করে জনগণের কাছে সরবরাহ এবং সেচ কাজে ব্যবহারসহ নানা পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে সরকার, এর অংশ হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় 'মুজিব ক্লাইমেট

প্রসপারিটি প্ল্যান' নেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড' এবং 'ইন্দো-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় আওয়ামীলীগ সরকার জাতীয় পানি নীতি, বাংলাদেশ পানি আইন এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় নীতি প্রণয়ন করেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি এবং পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার প্রমুখ। এ সময় 'গ্রাউন্ডওয়াটার-মেকিং দি ইনভিজিবল ভিজিবল' প্রতিপাদ্যে পানি দিবসের ওপর গান এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

বিশুদ্ধ পানির গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত এবং বিশুদ্ধ পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার সুপারিশের লক্ষ্যে প্রতিবছর ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস পালিত হয়।

## পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি ও বাপাউবো'র মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ এর সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকা পরিদর্শন



পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি সুনামগঞ্জে হাওড় এলাকা পরিদর্শন করেন

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার ভেঙ্গে যাওয়া বৈশাখী বাঁধ পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম। পরিদর্শনকালে হাওড় রক্ষায় নদী খননসহ স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, অকাল বন্যায় হাওড়ের ফসল রক্ষায় গৃহীত সব প্রকল্পের সঙ্গে নদী খনন

বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। আগামী বছর থেকে হাওড় রক্ষা বাঁধ মেরামতের পূর্বে সংশ্লিষ্টদের স্থানীয় কৃষকদের পরামর্শ নিয়ে পরিকল্পনা মোতাবেক টেকসই বাঁধ নির্মাণের নির্দেশ দেন। চলতি ধান কাটা-মৌসুমে ইতোমধ্যেই পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। ফসল হারা ক্ষতিগ্রস্তদের

পাশে সরকার আছে ও থাকবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ, বাপাউবো'র উত্তর-পূর্বাঞ্চল জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এস এম শহীদুল ইসলাম, সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, বাপাউবো'র অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এনামুল কবির ইমন। পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী দিরাই পৌর সদরে প্রয়াত বর্ষীয়ান আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বাসভবনে আসেন এবং ফুলের তোড়া দিয়ে সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে দিরাই শাল্লার বর্তমান সাংসদ ড. জয়া সেনগুপ্তের সঙ্গে হাওড়ে টেকসই বাঁধ ও নদী খননের বিষয়ে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়ে ড. জয়া সেনগুপ্ত দিরাই শাল্লাবাসীর পক্ষ থেকে অকাল বন্যা থেকে ফসলি জমি রক্ষার্থে সুরমা নদীর মুখ থেকে কালনী ও দারাইন নদী হয়ে ধনু নদীর মুখ পর্যন্ত গভীর খনন করার দাবি জানালে উপমন্ত্রী গুরুত্বসহকারে শোনের ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস দেন।

## জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে মহাপরিচালকের শ্রদ্ধা নিবেদন

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবসে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ এর শ্রদ্ধা নিবেদন

## পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি ও বাপাউবো'র মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ এর সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকা পরিদর্শন



পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি সুনামগঞ্জে হাওড় এলাকা পরিদর্শন করেন

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

হাওড়ে বাঁধের কাজ ভালো হওয়ায় এবার ক্ষতির পরিমাণ কম হয়েছে বলে জানিয়েছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি। ২১ এপ্রিল সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও দিরাই উপজেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হাওড় এলাকা পরিদর্শনকালে এ কথা জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি গণমাধ্যমে বাঁধভাঙ্গা বা ফসলহানির সঠিক তথ্য প্রকাশে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনাদের সহযোগীতা পেলে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করব এবং প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। মার্চ মাসের ৩০ তারিখ প্রথম দফা পাহাড়ি ঢল নামতে শুরু করে। নদ-নদী ও হাওড়ে ব্যাপক পরিমাণে পানি বৃদ্ধি পায়। এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার হেক্টর ফসলের ক্ষতি হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা বাঁধ রক্ষায় সর্বাত্মক চেষ্টা

চালিয়ে যাচ্ছেন। শত শত শ্রমিকও প্রতিনিয়ত কাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ রক্ষায়ও কাজ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, উজানের মেঘালয় ও চেরাপুঞ্জির ভারি বৃষ্টিতে সুনামগঞ্জের নদ-নদী ও হাওড়ে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ঢলের পানি হাওড়ের পাড় উপচে তাহেরপুর উপজেলার বর্ষিত গুরমার হাওড়ে ঢুকছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে আছেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিভিন্ন প্রণোদনা ও খাদ্যসহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও আগামী বোরো মৌসুমে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিনা মূল্যে বীজ, সার দেওয়া হবে।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ-১ আসনের এমপি ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব) মোঃ মাহবুব রহমান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী (উত্তর-পূর্বাঞ্চল) এস এম শহিদুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রবীর কুমার গোস্বামী ও জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।

## পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার এর মন্ত্রণালয়ে চার বছর পূর্তিতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

২২ মার্চ ২০২২ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার এর মন্ত্রণালয়ে চার বছর কর্মকাল অতিবাহিত হওয়ায় তাঁকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। এসময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার কে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

## বিশ্ব পানি দিবস ২০২২ এর প্রতিপাদ্য "ভূগর্ভস্থ পানি : অদৃশ্য সম্পদ, দৃশ্যমান প্রভাব" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত



পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখ পানি ভবনের মাল্টিপারপাস হলে বিশ্ব পানি দিবস ২০২২ এর প্রতিপাদ্য "ভূগর্ভস্থ পানি : অদৃশ্য সম্পদ, দৃশ্যমান প্রভাব" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক

বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান। সেমিনারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞ ড. আইনুল নিশাত, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ, আই ডব্লিউ এম এর

নির্বাহী পরিচালক আবু সালেহ খান, সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক মালিক ফিদা আবদুল্লাহ খান বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এস এম অজিয়ার রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) ড. জিয়াউদ্দিন বেগ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মাহবুর রহমানসহ বিভিন্ন জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণ, বিভিন্ন সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাশফিক সালেহীন ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূগর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের পরিচালক ড.আনোয়ার জাহিদ।

## “Training on Cyclone storm surge and coastal vulnerability in changing climate”

### শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

১২ এপ্রিল ২০২২ তারিখ পানি ভবনের কেন্দ্রীয় আই সি টি ল্যাব এ দুই দিন ব্যাপি Training on Cyclone storm surge and coastal vulnerability in changing climate বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী দিবসে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ। প্রশিক্ষণ কোর্সে সি ই আই পি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ হাসান ইমাম পিইঞ্জ, আই ডব্লিউ এম এর উপনির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) জহিরুল হক খান উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মোঃ মাহবুর রহমান ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) ড. জিয়া উদ্দিন বেগ। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সি ই আই পি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ হাসান ইমাম পিইঞ্জ। আই ডব্লিউ এম এর এসোসিয়েট স্পেসালিস্ট মোঃ রাকিবুল হাসিব প্রশিক্ষণ বিষয়ে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন। খুলনা জোনের প্রধান প্রকৌশলী এ কে এম তাহমিদুল ইসলাম, বিভিন্ন দপ্তরের



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপবিভাগীয় প্রকৌশলীবৃন্দ বর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

## The Coastal Zone of Bangladesh

**Syed Hasan Imam PEng**

Addl. Chief Engineer & Project Director, CEIP-1



### (Part-1)

The Coastal Zone of Bangladesh covers an area of 47,201 km<sup>2</sup> (32% of the country), spans over more than 710 km along the Bay of Bengal and is part of one of the largest, youngest, and most active deltas in the world. The coastal landscape of Bangladesh is predominantly shaped by the confluence of three large rivers: the Ganges, the Brahmaputra and the Meghna (GBM), forming the largest delta in Asia and delivering an enormous amount of sediment to the Bay of Bengal.

Being home to around 46 million people (29% of the total population), the Coastal Zone is predominantly used for agriculture (more than 30% of the cultivable land in Bangladesh is in the coastal area), as well as for other activities such as shrimp and fish farming, forestry, tourism, salt production, ship-breaking yards, ports and other industries. These growing opportunities, however, come with risks, as the coastal zone is well-known for its vulnerability to the coastal hazards. Bangladesh is considered one of the most disaster-prone and climate vulnerable countries in the world, with the coastal zone being unceasingly influenced by river system's fluctuations as well as coastal processes such as tidal propagation and salinity intrusion and coastal threats such as cyclone events. Cyclones pose a major threat to coastal communities, causing inundation of the coastal land from the high storm surges which are generated and accompanied by powerful winds. Over the past decades, the Government

of Bangladesh has been making considerable attempts to reduce risk and save lives, reduce economic losses and protect development gains. Since the early 1960s, the Government of Bangladesh has been constructing Polders along the entire coastal belt to protect the people and agriculture crops from tidal inundation and saline water intrusion, as well as recover a large extent of land for permanent agriculture. The existence of Polders prevents saline water to enter the agricultural fields, thereby boosting agricultural productivity and providing food security for the millions of people living in the Polder areas. In addition, the Polders protect against frequent tidal flooding, thereby preventing damage to people and crops and stimulating economic development for the local Polder communities. Polders are in addition equipped by Drainage and Flushing Sluices to control the water inside the embanked area. Nowadays, some 139 Polders are present across the coastal zone, covering an area of 1.2 million ha (25% of coastal zone). The total length of the embankments running along the Polders is approximately 5,665 km, the total number of regulators is approximately 1,697, the total number of flushing inlets is approximately 1,202, and the total length of drainage channels is approximately 5,707 km. Existing embankment crest levels typically provide protection from the 5 to 10-year storm surge return period only.

For the past 45-50 years, polders have significantly reduced the vulner-

ability to natural disasters and have created economic opportunities for the coastal communities, ensuring enhanced agricultural production. About 1.2 million hectares of valuable land (approximately 70% of the total agricultural land of the coastal zone) has become less prone to flood hazards and about 0.9 million ha area have been newly brought under cultivation. In the recent years, the following cyclones struck the coast of Bangladesh: SIDR in November 2007, Aila in May 2009 and Amphan in May 2020. The number and severity of cyclones in Bangladesh and the associated mortalities have varied greatly during the past 50 years. The two deadliest cyclones occurred in 1970 and 1991, with > 500,000 and almost 140,000 deaths, respectively. Bangladesh has made an outstanding progress during the past 50 years, managing to reduce deaths and injuries from cyclones, leading to an approximate 100-fold reduction. Nevertheless, throughout the last years, the effectiveness of the polders in protecting the land and people within the polders, in many cases has been compromised by damages caused from severe cyclones, shifting coastal and river bank lines, deterioration due to frequent storm surges. Maintenance as well as management of the coastal infrastructure leaves room for improvement. That's why projects like Coastal Embankment Improvement Project are undertaken for rehabilitation of the polders.

## Brief on Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1(CEIP-1)

Project Title:Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1(CEIP-1) in Jhalokathi, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna and Patuakhali district.

Estimated Cost: In Lakh BDT 328000.00 (IDA US\$ 375.00 million and PPCR USD\$ 25.00 Million)

Commencement Date:July 2013 (As per approved DPP)

Completion Date:June 2022 (Revised)

ProposedCompletion Date:December 2023

Location of the Project: Jhalokathi, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna and Patuakhali district.

Key Objectives of the Project:

- A net area of about 100,817 ha of the project would be protected against events of 25 years return period for climate change conditions that would exist until 2050.
- The actual level of protection soon after project completion (say 2022) would be more than a 50 year return period.
- To increase agricultural production of the net cultivable area of 86,382 ha through construction of embankments, drainage regulators, flushing sluices and drainage channels of the Polders.
- To increase crop yield through reduction of crop damages resulting from spring tidal flooding and cyclonic storm surges of the magnitudes of Sidr&Aila, Bulbul and Amphan. Rehabilitation and Improvement of Polders
- Reducing the loss of lives & assets, crops and livestock during natural disasters;
- Reducing the time of recovery after a natural disaster such as a cyclone;
- Improving agricultural production by reducing saline water intrusion which is expected to worsen due to climate change; and
- Improving the Government of Bangladesh's capacity to respond promptly and effectively to any natural disaster or emergency.

### Progress of Key Items of the project:

Description of Item	Unit	Target	Achievement up to 24.05.2022	
			Completed	Progress (%)
Construction/ Reconstruction of Embankment	Km	408.718	272.5	83.52%
Excavation/ Re-excavation of Drainage Channel	Km	305.23	220.608	85.23%
Hydraulic Structures construction	Nos	169	98	81.31%
River Bank Protection Work	Km	9.941	9.084	96.23%
Slope Protection Work	Km	29.242	21.440	88.33%
Afforestation	Hectares	700	473.8	67.68%
Land acquisition	Hectares	307.00	265.70	86.55%

**Overall Physical Progress: 72.50% (up to 24/05/2022)**

**Financial Progress: 67.00%(up to 24/05/2022)**

## পানি পরিক্রমা

**Civil Work Packages Brief:** 02 No. Work Packages

Package No.	Polder
<b>Package 1</b>	Polder-32 ( Khulna,Dakope), Polder 33 (Khulna,Dakope), Polder 35/1 (Bagarhat, Sharankhola), Polder 35/3 (Bagerhat, Rampal/ BagarhatSadar)
	<b>Physical Progress up to May 24, 2022 is 97.01% and financial progress is 85.80%</b>
<b>Package 2</b>	Polder 39/2C ( Bhandaria, Matbaria), Polder 40/2 (Barguna, Pathargata), Polder 41/1 (BargunaSadar), Polder 43/2C (Patuakhal, Galachipa), Polder 47/2 (Patuakhali, Kalapara), Polder 48 (Patuakhali, Kalapara, kuakata)
	<b>Physical Progress up to May 24, 2022 is 80.57% and Financial Progress is 76.89%</b>

**Consultancy Services for Feasibility Studies and Preparation of Detailed Design for the Following Phase of CEIP (CEIP-II)**

**Primarily Selected 20 Polders for Feasibility study for the following Phase of CEIP (CEIP-II)**

Sl. No.	Polders	District	Sl. No.	Polders	District
1	4	Satkhira	11	45	Barguna
2	5	Satkhira	12	47/1	Patuakhali
3	7/1	Satkhira	13	50-51	Patuakhali
4	7/2	Satkhira	14	54	Patuakhali, Barguna
5	10-12	Khulna	15	55/2D	Patuakhali
6	13-14/2	Khulna	16	16	Khulna
7	39/1B	Pirojpur	17	17/1	Khulna
8	39/1C	Pirojpur	18	17/2	Khulna
9	41/5	Barguna	19	23	Khulna
10	41/7	Patuakhali	20	34/3	Bagerhat

## পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি দলের নেদারল্যান্ডস্ এবং তুরস্ক সফর

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিনিধি দল "Protection of proposed Economic Zone and Development of Reclaimed Land from Jamuna River in Sirajgonj District" প্রকল্পের আওতায় Experience sharing এর উদ্দেশ্যে নেদারল্যান্ডস্ এবং তুরস্ক ভ্রমণ করেন। প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক পশ্চিম রিজিয়ন জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ। এছাড়া রাজশাহী জোনের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ জহিরুল ইসলাম, বগুড়া সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ শাহজাহান সিরাজ, নকশা সার্কেল ৭ পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নাসরীন জাহান, সিরাজগঞ্জ প ও র বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল ইসলাম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী প্রধান তানিয়া ফেরদাউস, সিনিয়র সহকারী সচিব এস এম আজহারুল ইসলাম, পরিকল্পনা কমিশনের সিনিয়র সহকারী প্রধান সরোয়ার জাহান ও সিনিয়র সহকারী প্রধান মোছাঃ জাকিয়া সুলতানা প্রমুখ এ দলে অন্তর্ভুক্ত



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি দলের নেদারল্যান্ডস্ এবং তুরস্ক সফর ছিলেন। তারা নেদারল্যান্ডস্ এবং তুরস্কে পানি সম্পদ বিষয়ক প্রকল্প পরিদর্শনলব্ধ জ্ঞান দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে ব্যবহার করবেন।

## শরীয়তপুরের নড়িয়ার ভাঙ্গনকবলিত সেই পদ্মাপাড় এখন বিনোদন স্পট



পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি জয় বাংলা এভিনিউ উদ্বোধন করেন

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

নড়িয়ার 'জয় বাংলা এভিনিউ' এখন মিনি কক্সবাজার। প্রতিদিন হাজারো পর্যটকের পদচারণায় মুখরিত হয় পদ্মার পাড়। ঈদের ছুটিসহ অবসরে পারিবারিক বিনোদনের জন্য নড়িয়া উপজেলার পদ্মা পাড়ের 'জয় বাংলা এভিনিউ' রূপ নিয়েছে মিনি কক্সবাজারে। প্রতিদিন ভ্রমণপিপাসুদের উপচে পড়া ভিড়ে 'জয় বাংলা এভিনিউ' এখন মুখরিত থাকে। পদ্মার পানির স্পর্শ ও সূর্যাস্তসহ নান্দনিক সৌন্দর্য দর্শনার্থীদের বিমোহিত করছে এবং স্বাদ দিচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের। আগত দর্শনার্থীদের ঘিরে এখানে মিনি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট গড়ে ওঠায় সৃষ্টি হয়েছে কর্মসংস্থানের। পদ্মার ডানতীরের ১০ কিলোমিটার স্থায়ী বাঁধের 'জয় বাংলা এভিনিউ' নামকরণ করে চলতি বছরের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে উদ্বোধন করা হয়। এরপর থেকেই প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছেন আনন্দ ও বিনোদন পিপাসুরা, যা এখন ঈদ উপলক্ষে বেড়েছে বহু গুণ। প্রতিদিন শরীয়তপুর ও আশপাশের জেলার দুই হাজারেরও বেশি মানুষ এখানে সপরিবারে

এসে ঘুরে ফিরে আনন্দ উল্লাস করে সময় কাটাচ্ছেন। পর্যটক ও দর্শনার্থীরা ওয়াকওয়েতে হেঁটে বা বাঁধের পাশে বেঞ্চে বসে এবং নদীর তীরে ফেলে রাখা ব্লকের উপর বসে পদ্মার পানিতে পা ভিজিয়ে হাত দিয়ে পানি স্পর্শ করে সময় পার করছেন। স্মৃতির পাতায় ধরে রাখতে প্রিয়জনের সঙ্গে ছবি তুলতে ব্যস্ত এই মনোরম পরিবেশে। ভাঙনের হাহাকার দূর হয়ে অপরূপ সৌন্দর্যে গড়ে ওঠা জয় বাংলা এভিনিউয়ে এসে খুশি সবাই। পদ্মায় সূর্য উদয় ও সূর্যাস্ত দেখে অনেকেই এই জয় বাংলা এভিনিউকে বলেছেন মিনি কক্সবাজার। ভাঙন রোধ করে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলায় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন সবাই। পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা নড়িয়ার মানুষকে নদী ভাঙার হাত থেকে রক্ষা করছেন বলেই আজ নড়িয়াকে পর্যটন এলাকায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। শরীয়তপুরের জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলার পদ্মা নদীর ডান

তীর রক্ষা প্রকল্পের আওতায় ১০ কিলোমিটার নদীর তীর সংরক্ষণ করে 'জয় বাংলা এভিনিউ' পর্যটন এলাকা করা হয়েছে। এরই মধ্যে প্রকল্পের শতকরা ৯০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কাজ ২০২৩ সালের জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই ২০২২ সালের জুন মাসে বাকি কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করে নড়িয়া তথা শরীয়তপুরবাসীকে একটি পর্যটন স্পট উপহার দেয়ায় উপমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড শরীয়তপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম আহসান হাবীব জানান, পদ্মার ডান তীর রক্ষা প্রকল্পের আওতায় 'জয় বাংলা এভিনিউয়ের' কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। গত তিন বছরে নড়িয়ার পদ্মা পাড়ে একটি বাড়িও বর্ষায় ভাঙেনি। তাই গত বছর থেকে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি মহোদয়ের নির্দেশনায় ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় 'জয় বাংলা এভিনিউ' নড়িয়ার সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে।

### জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মুনসী এনামুল হক, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক : তাবিবুর রহমান বিপু, সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd